হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

০৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪২৯ হিজরী
১১ মে, ২০০৮ ইং

বর্তমান রাজনৈতিক সংকট: অনিশ্চয়তার পথে বাংলাদেশ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আস্‌সালাম আলাইকুম। হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ আয়োজিত আজকের গোলটেবিল বৈঠকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা সবাই জানি যে ১১ই জানুয়ারী ২০০৭ এর পটপরিবর্তনের পরে প্রায় দেড় বছর অতিক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বর্তমান সরকার দুর্নীতির অভিযোগে দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের প্রেরণ করেছে কারাগারে। আজকে আমরা এমন এক সময় এখানে একত্রিত হয়েছি যখন সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ করবে বলে ঘোষণা করেছে। আর সরকারের পক্ষ থেকে বার বার ডিসেম্বর ২০০৮ এর মধ্যে নির্বাচন করার অঙ্গীকার করা হচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বিদেশীদের ব্যাপক তৎপরতাও লক্ষ্য করছি। তাই আজকে আমাদের দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। একই সাথে বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করাও জরুরী। জাতির স্বার্থে এই ক্রান্তি কালে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্যই আজকের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন।

প্রিয় সূধী,

জনগণকে অনেক স্বপ্ন দেখানো হলেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ১৯৯১-২০০৬ পর্যন্ত দেড় দশকব্যাপী তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসন দেশের মানুষকে ক্ষুধা, দারিদ্র, বঞ্চনা, সামাজিক অনাচার ও হানাহানি থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। আমরা দেখেছি বিশেষ করে ঐ সময়ের শেষের দিকে আওয়ামী ও বিএনপি জোটের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছিল। ফলে ১/১১ এর পট পরিবর্তনের পর সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতিতে দেশবাসী তখন সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো, কিন্তু অতি দ্রুত দেশবাসীর মোহমুক্তি ঘটে। ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিল্প কারখানা বন্ধ, হকার ও বস্তি উচ্ছেদ, কৃষক ও শ্রমিকদের হয়রানি ইত্যাদি ঘটনা ঘটিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্থবির করে দেয়। এছাড়াও খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার, দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ এবং অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভাঙ্গা গড়ার ফলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ও তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের ফল দাড়ায় আরো অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, যা দেশের স্থিতিশীলতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য মোটেই সহায়ক নয়। বিরাজনীতিকরণের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ প্রিন্ট মিডিয়া প্রথম আলো-ডেইলী স্টার-সাপ্তাহিক ২০০০ গ্রুপ কর্তৃক ইসলামকে অপমান করা সত্ত্বেও সম্পাদকদের বিচার না করে এবং কুরআন বিরোধী নারী নীতি প্রণয়ন করে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অর্থাৎ ১/১১ এর পর বিরাজনীতিকরণ (Depoliticization) ও বিইসলামিকরণ (Deislamization) সরকারের মূল এজেন্ডা হয়ে দাড়ায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস ও দেশকে ইসলামশূন্য করার জন্য ঘটানো হয়েছে ১/১১।

প্রিয় সূধী,

বাংলাদেশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরী হবার ফলে কার লাভ হয়েছে? ১/১১ এর আগে ও পরে বাংলাদেশেকে ঘিরে বিদেশীদের ব্যাপক কর্মতৎপরতা সবারই নিশ্চয় মনে আছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তখন আমরা শুধু বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের রাজনৈতিক দলসমূহ ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক এবং বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। বিশেষ করে ১/১১ এর কয়েকদিন আগে

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) ৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org www.khilafat.org www.khilafah.com

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বিউটেনিস-আনোয়ার চৌধুরীদের বৈঠক হয়। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ রয়েছে যে তার পরপরই জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশকে একটি রহস্যজনক চিঠি দিয়েছিল। আজকে শংকার সাথে বলতে হচ্ছে যে ১/১১ এর আগে আমরা যেভাবে বিদেশীদেরকে তৎপর থাকতে দেখেছি, ঠিক সেভাবে এখন বিদেশীরা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারত কিছুদিন আগেও চাল নিয়ে চালবাজি করেছে বাংলাদেশের জনগণের সাথে। ভারতীয় চাপের কাছে নীতি স্বীকার করে এরই মধ্যে ভারতকে আকাশ ট্রানজিট দিয়েছে ফখরুদ্দীন সরকার। এরপরও অসন্তুষ্ট ভারত বাংলাদেশের কাছে চট্টগ্রাম বন্দর ও ভূমি ট্রানজিট চাচ্ছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ঘন ঘন বৃটিশ সরকারের ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আগমন এবং বিদায়ী রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধূরীর তৎপরতা দেশবাসীকে শংকিত করছে। কিছুদিন আগে বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের মাটিতে দাড়িয়ে অবলীলায় বলে গেছে দু'দেশের (বাংলাদেশ ও বৃটেনের) সন্ত্রাসীদের মধ্যে শক্ত যোগাযোগ রয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল, ২০০৮)। আর অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিচার্ড বাউচার ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা বিষয়ক সমন্বয়ক রাষ্ট্রদূত ডেল এল ডেইলি একই সময়ে বাংলাদেশে এসে রীতিমত এ দেশের শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

বাংলাদেশকে ঘিরে ভারত-মার্কিন ও বৃটিশদের স্বার্থের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত রয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশে আগমনের পরপরই নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছে, “This is a critical time for Bangladesh a country in transition in a region of the world vital to US interests." মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসের উদ্বৃতি দিয়ে এই রাষ্ট্রদূত আরো বলেছে, "We look to increased partnership as Bangladesh takes its rightful place as a country that can help to bring stability and strength to South Asia." (source: Global Politician website) উপরোক্ত বক্তব্যে মার্কিনীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। সত্যি কথা হচ্ছে চলমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করার সুযোগ করে দিয়েছে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বাংলাদেশের ১/১১ এর ঘটনায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে মার্কিন-বৃটিশ ও ভারতসহ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। আজকে তারা এদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। আমরা জানি কেনিয়া, লেবানন ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব দেশে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সেখানে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকে প্রকারান্তরে বাংলাদেশ এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। আর দেশবাসীর জন্য চরম হতাশাজনক ঘটনা হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদ প্রতিটি মূহুর্তে মার্কিন-বৃটিশ ও ভারতের দাসত্ব করে যাচ্ছে।

শ্বাসরুদ্ধকর এই পরিবেশ থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে ভবিষ্যতে একটি কৃত্রিম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত হচ্ছে। অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সকল দল অংশ নিবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। নির্বাচনের আগে বা পরে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথাও আলোচনার টেবিলে আছে। জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত রাজনীতিবিদদের উক্ত জাতীয় সরকারে অংশ নেবার সুযোগ আছে বলে এই সমাধানটি জনবিচ্ছিন্ন নেতৃবৃন্দের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য বলে শোনা যায়। এছাড়া সংকট উত্তরণের সর্বশেষ পন্থা হিসেবে সামরিক শাসনের কথাও উচ্চারিত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রস্তাবিত সমাধানগুলো হয় গণতান্ত্রিক, না হয় সামরিক শাসন - এর বাইরে নতুন কিছু নয়। বিগত ৩৭ বছরে এদেশের মানুষ এই উভয় ব্যবস্থাই প্রত্যক্ষ করেছে, যার কোনটাই আমাদের জন্য সুখকর হয়নি। দেশবাসী আবারও এই সব ব্যর্থ শাসন প্রক্রিয়ার যাঁতাকলে নিস্পেষিত হতে চায় না, অথচ জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্য যে এই সমাধানগুলোর বাইরে অন্য কোন সমাধান আলোচনার টেবিলে নেই।

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক। [সুরা- আন নূরঃ ৫৫]

প্রিয় সুধী,

এই ক্রান্তিলগ্নে সরকার আগামীতে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে সংলাপ করবে। অতীতের সকল সংলাপের মতই এই সংলাপে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি আলোচ্যসূচীতে নেই। কোন শাসন পদ্ধতি ও আদর্শ বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে তা আলোচনা না করে এখানে আলোচনা হবে ক্ষমতায় আরোহণের প্রক্রিয়া এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে দেশশাসন তথা আরো বেশী করে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুগত থাকার বাধ্যবাধকতা নিয়ে। কিভাবে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের শিকল ভেঙ্গে নুতন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরী করতে পারবো তা আলোচনা না করলে এই সংলাপ ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর যেহেতু এই সংলাপে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয় একেবারেই অনুপস্থিত, সেহেতু এই সংলাপ অতীতের সব সংলাপের মতো সময় ক্ষেপণের কৌশল হিসেবেই গণ্য হবে। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হবে বলে ধারণা করা যায়। এহেন পরিস্থিতিতে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে জনগণের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রিয় সুধী,

নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কি হবে এবং তা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে তা সুস্পষ্ট করতে বর্তমান সরকার স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। বিগত ৩৭ বছরের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আজকে শুধুমাত্র ধ্বংস করে বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবেনা। দেশ ও জনগণের স্বার্থের পক্ষের রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আন্তরিকভাবে তৈরী করতে চাইলে শুরুতে একটি রাজনৈতিক আদর্শের বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করতে হবে। আমরা মনে করি রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাপারে বিদেশীদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত স্বল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদ ছাড়া বৃহত্তর দেশবাসীর মধ্যে ঐক্যমত বিরাজ করছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির বিশ্বাস তথা ইসলামের মধ্যেই রয়েছে সেই রাজনৈতিক আদর্শ। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জীবদ্দশায় এমনই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে উনার ওফাতের পর দেখা গেছে রাষ্ট্র পরিচালনায় অসংখ্য যোগ্য রাজনীতিবিদ প্রস্তুত রয়েছেন। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে তৎকালীন রাজনৈতিক সংকটগুলো তারা অনায়াসে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

এদেশের মানুষ যেমন অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন তেমনি তারা ইসলামকে ভালোবাসে। সুতরাং বর্তমান সরকার যতই বিরাজনীতিকরণ ও বিইসলামীকরণের চেষ্টা করুক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই রাজনীতিবিদ হিসেবে আমাদের পথ নির্ধারণ করা কোন কঠিন বিষয় নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করছি:

১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া হবে না।
২. তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও সামরিক শাসন প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
৩. কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে দেশ শাসন করতে হবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে উপরোক্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের মধ্যেই ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর প্রকৃত মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্‌ সুবহানাহুওয়া তা'আলা পবিত্র আল কুরআনে বলেছেন,

(১) ... এবং কিছুতেই আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না। (সুরা নিসা ১৪১)
(২) কেউ যদি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) সন্ধান করে, তবে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না ...। (সূরা আলি ইমরান ৮৫)

আজকের গোলটেবিল বৈঠকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে আশা করছি।

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) **ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪** **মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২**
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
Info@khilafat.org www.khilafat.org www.khilafah.com